দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩০/০৮/৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

প্রশ্নপত্রে ভুল!

আমাদের দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলির অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা নিয়ে এত রকমের জটিলতার উদ্ভব হয়েছে যে পরীক্ষা–ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই ব্যবস্থা কি কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম?

চলতি ঢাকা বোর্ডের এইচ এসসি পরীক্ষার পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম পত্রে ও দ্বিতীয় পত্রে একটি করে মোট দুইটি অংকে প্রশ্নপত্রে ছাপার ভুল হয়েছে। দৈনিক বাংলার এ সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা গেছে বাংলার মাধ্যমে ছাপানো প্রশ্নপত্রে ভুল ছিল, তবে ইংরেজী মাধ্যমে ছাপানো প্রশ্নপত্রে অংক সঠিকই ছিল।

ভুল প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীরা যথেষ্ট নাজেহাল হয়েছেন, বোঝা যায়। পরীক্ষার হলে ভুল অংকের পিছনে সময় নষ্ট করা যে কি বিড়ম্বনার ও দুঃখজনক তা পরীক্ষার্থীরাই বোঝেন। তার পর ইংরাজী মাধ্যমের প্রশ্ন সঠিক এবং বাংলা মাধ্যমের প্রশ্ন ভুল–এ বিষয়টা একটা বৈষম্য সৃষ্টি করে। অবশ্য আমরা একথা নিশ্চয়ই বলিনা যে ইংরেজী–বাংলা নির্বিশেষে সব মাধ্যমের প্রশ্নপত্রই ভুল হওয়া উচিত ছিল। বরং সবগুলি সঠিক হবার কথাই আমরা বলতে চাই। তবুও বাংলা মাধ্যমের প্রশ্নপত্রে ভুল থাকাটা আমাদের অবহেলার আরেকটি দিক তুলে ধরে। তবে প্রশ্নপত্র তৈরী হবার পরে দুই সেট মিলিয়ে দেখবার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। মিলিয়ে দেখা হলেই পার্থক্য চোখে পড়ত এবং ভুল কোন্‌টা তাও ধরা পড়ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইটুকু দায়িত্ব–জ্ঞানের পরিচয়ও কেউ দেন নি। দিলে এমনটি ঘটতে পারতো না। আর ভুল প্রশ্নপত্র যারা তৈরী করেছেন তাদের সম্পর্কে কিইবা বলা যায়? এ নিয়ে অতীতেও লেখালেখি তো কম হয়নি। কিছুসংখ্যক অদক্ষ লোকজন নিয়ে শিক্ষা বোর্ড চালাতে হয় কিনা, অবস্থার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন জনগণের মনে জাগতেই পারে।

প্রশ্নপত্র কখনো ফাঁস হবে, কখনো প্রশ্নপত্রে ভুল থাকবে–প্রশ্নপত্র নিয়েই দশ রকমের ঝনুঝাট। তার ওপর নকল এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য উপসর্গ তো আছেই। শিক্ষা বিভাগ শিক্ষাঙ্গনের বিশৃংখলা দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। আমরা এইসব ব্যবস্থার সাফল্য আশা করি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকলে যদি নিজস্ব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন ও সম্পন্ন না করেন তাহলে কোনো ব্যবস্থারই সাফল্য আশা করা যায় না। দেশে পরীক্ষা–সম্পর্কিত কান্ডকারখানা পরীক্ষাকে প্রায় প্রহসনে পরিণত করেছে। দন্ড দিয়ে নকল বা দুর্নীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবার উপায় কি? সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনদের জ্ঞান ও বিবেকের কাছেই প্রশ্ন রাখতে হয়। তাদের ওপরেই ভরসা করা ছাড়া গত্যন্তর তো নেই।